Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতার সদ্‌গুরুগণ

৭/১৫

LIBRARY 3/84
No..... ৭/১৫
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

প্রকাশক—
—শ্রীসৎ-সমাজ—
১২০বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/84

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতার সদ্‌গুরুগণ

LIBRARY 3/84
No.....
Shri Shri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রণীত—

পি, এস্, ভি, আয়ার

অবৈতনিক সম্পাদক

কলিকাতা সৈ-সমাজ

—শ্রীসৈ-সমাজ—

১২০বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

কর্তৃক

প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সৌজন্য স্বীকৃতি

(দেবব্রত কর্ত্তৃক বাণীবদ্ধ)

এই পুস্তকে আছে সদ্‌গুরুদের জীবণালেক্ষের পরিচিতি। শ্রীনারায়ণ মহারাজের জীবণ চরিতটী "কেশরী" পত্রিকার সহঃ-সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল বিদি কর্ত্তৃক মারাঠি ভাষায় লিখিত রচনা অবলম্বনে গ্রথিত। শ্রীসৈবাবা, হজরত বাবাজান ও তাজুদ্দিন বাবার জীবন চরিতগুলি আব্দুলগণি মুনসিফের প্রবন্ধ অবলম্বনে এবং উপাসনি মহারাজের জবনী মেহের প্রত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ সি, ডি, দেশমুখের নিবন্ধের ছায়া অবলম্বনে গ্রথিত। অবতার মেহের বাবার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের ভক্তি প্রণম্য হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁর পুণ্যবাণী নিচয়ের মধ্যে সদ্‌গুরুদের সম্বন্ধে এবং বিশ্ব-সৃষ্টিতে তাঁদের অবদান সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ সংবাদ আমরা পেয়েছি। তাতে আমাদের কাজের খুবই সহায়তা হয়েছে। এই স্বীকৃতি অপূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা আমাদের প্রিয়ভ্রাতা এ, সি, এস্, চ্যারী (কোমলা ভিলাস্, ৭৩নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬) মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করি। তিনি দয়া করে প্রাক্ উক্ত সংবাদ সংকলনে আমাদের সবিশেষ সহায়ক হয়েছেন। তিনি বহুমূল্যবান তথ্যও আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। তাঁরই সৌজন্যে সদ্‌গুরুদের মণ্ডলী চিত্র আমরা পেয়েছি এবং তার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবদার্হ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পুস্তক প্রকাশের সবিশেষ যত্ন নিয়েছেন কলিকাতার শ্রীসৈ সমাজের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মিঃ এস্. বি, কৃষ্ণানান্। তার জন্য এবং তাঁর মূল্যবান আনুকূল্যের জন্য আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি। আর ধন্যবাদ দিচ্ছি দি মডার্ণ প্রেসকে (১৪সি তারা রোড, কলিকাতা-২৬) তারা নাম মাত্র ব্যায়ের বিনিময়ে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করে দিয়েছেন।

এই পুস্তকখানির বাংলা অনুবাদের জন্য মিঃ জে, এন্, বসু মহোদয়ও আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

১২০বি. রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—২৯
১লা অক্টোবর ১৯৫৯

পি, এস্, ভি, আয়ার
অবৈতনিক সম্পাদক
শ্রীসৈ-সমাজ, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PERFECT MASTERS

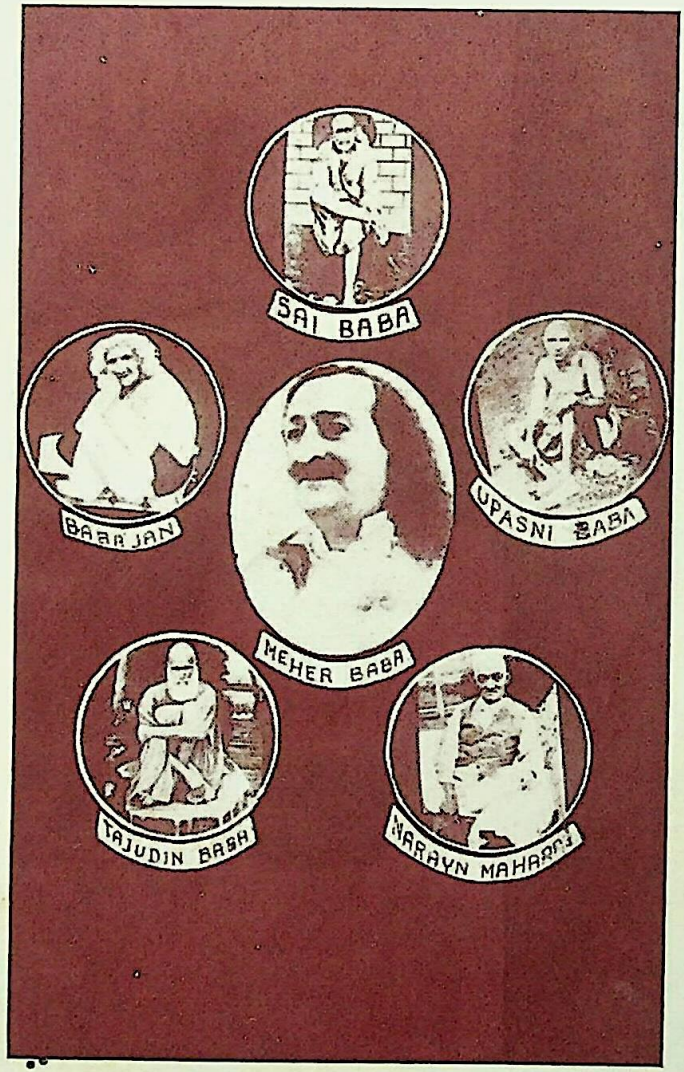

By kind Permission

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/84
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

পূর্ণ অবতার

শ্রী সৈ বাবা

১

"এই সকল পুরুষের কখনও মৃত্যু হয়না, তাঁহারা চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারা মুক্তহস্তে পৃথিবীর উপর কৃপা বর্ষণ করেন, তাঁহারা অসহায়গণের সহায়। তাঁহারা নিরুৎসাহের উৎসাহ শক্তিকেন্দ্র, তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তগণকে তাহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহারা পার্থিবজগতে নামমাত্র মানব বলিয়া গণ্য হইলেও বাস্তবিকই তাঁহারাই শ্রীভগবান। এই অতি মানবগণই আরাধ্যের বস্তু আশ্চর্য্যের বস্তু।"—বেদিল সীনার সুফী।

বিজ্ঞান, রাজনৈতিক, অর্থশাস্ত্র এবং সাহিত্য পাঠে আমরা জানিতে পারি যে এই পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে বহু আশ্চর্য্য জনক ঘটনার মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ভৌগলিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা পৃথিবীর মানচিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন সময়ও ছিল যখন ভূমধ্যসাগর কঠিন মৃত্তিকাময় ভূমিদ্বারা আবৃত ছিল, অষ্ট্রেলিয়া, লঙ্কাদ্বীপ, ইষ্টইণ্ডিজ এবং আফ্রিকা ভারতবর্ষের ভূমির সহিত সংলগ্নছিল, আট্‌লান্টিক মহাসাগর ও ভূমিদ্বারা আবৃত ছিল। আট্‌লান্টিক সভ্যতার যুগে পৃথিবীর এইরূপই আকৃতি ছিল। পরবর্ত্তীকালে জুড়িয়া অতিউচ্চ ধরণের আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস কেন্দ্র ছিল এবং এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ হইতে সামান দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই সকল হঠাৎ ঘটে নাই। সেইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমেই ইজিপ্ট্‌সিয়ান, এ্যাসিরিয়ান, ফোনেসিয়ান মিতিয়ানও অন্যান্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাম্রাজের উত্থান পতন হইয়াছে। আর্থিক অবস্থার মধ্যদিয়া পৃথিবীর জাতিগণ ঐশ্বর্য্যের উচ্চসীমায় উন্নীত, বা দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে অবনমিত হইয়াছে। আশ্চার্য্যজনকভাবে এই সকল ঘটনাচক্র মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অনধিগম্য বিরাট ঐশীশক্তির সহিত জড়িত। ব্রহ্মদ্রষ্টা, ঋষি ও ভগবৎকেও মহর্ষিগণই সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে এইমহান ঐশীশক্তির অস্তিত্বের অনুভূতি করেন! আমারা সাধারণলোক এই সকল ভগবৎদ্রষ্টামহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া থাকি যদিও তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যাবলি দেখিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষবলিয়া ভ্রমহয়। মৌনী ভগবাননেরপূর্ণ অবতার শ্রীশ্রীমেহের বাবার উপদেশ বাণীর মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে প্রভূত সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল মহাপুরুষগণ শ্রীভগবাণের পূর্ণ অবতার বলিয়া পরিচিত এবং তাহার সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যই কার্য্য করিতেছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা পূর্ণজন্মের বন্ধন ও কর্ম্মের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত। যদিও তাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করিতেছেন তথাপি তাঁহারা আমাদের মতন সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের বোঝা নিজের মাথায় স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইয়াছেন এবং আমাদের মুক্তির জন্যই দিবারাত্র কষ্ট স্বীকার ও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মায়ার উর্দ্ধে থাকিয়া শ্রীভগবানের সহিত একাত্মা হইয়াছেন। তাহা হইলেও এই পূর্ণঅবতারগণ মায়ার মধ্যেই জড়িত হইয়া ভগবাণের প্রেরণায় তাহাদের জীবোদ্ধাররূপ জীবনের কার্য্য পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। যেমন ভগবান শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেব তিনি ব্রহ্মানন্দে লীন হইয়াও শ্রীভগবাণের সহিত একাত্মা হইয়া মানবগণের উদ্ধারের জন্য নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। এইপূর্ণ অবতার অথবা ভগবৎ বেত্তা "মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে সকল সময়েই সংখ্যায় ছাপান্নজন। এইমহাপুরুষগণের মধ্যে পাচ জন পূর্ণ অবতার স্বপ্রকাশিত ও সর্ব্ব সময়েই বিরাজমান। ইহাঁরা ভগবৎ অনুভূতিতে সকলেই এক কিন্তু তাঁহাদের জীবনের কার্য্য ভিন্ন। শ্রীশ্রীভগবানমেহের বাবার উক্তি।

অবতার বলিলে আমরা বুঝি এই যে মানব শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে ভগবানের প্রকাশ কিন্তু পূর্ণ অবতার বা সদ্‌গুরু বলিলে আমরা বুঝিযে মানব শরীর ধরণ করিয়া শ্রীভগবানবেত্তা ভগবৎ দ্রষ্টা। বর্ত্তমান যুগে উপোরক্ত পূর্ণ অবতারের মধ্যে শ্রীশ্রীসৈ বাবা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি এখনও অন্য চারজন অবতার-কে লইয়া বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বের সমস্তশক্তি সমূহকে পরিচালিত করিতেছেন। এবং কার্য্যতঃ জাতি ও ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য নির্দ্ধারণও করিতেছেন। "পঞ্চ অবতারমধ্যেই শ্রীভগবান শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহারা বিশ্বের কার্য্য কলাপই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালনা করিতেন" শ্রীশ্রীমেহের বাবার বাণী। শ্রীকৃষ্ণ চৈত্যন্য ও পঞ্চ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের জীবকে নাম সংকির্ত্তন ভাসাইয়া পাপহইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যথা নিত্যানন্দ অদ্বৈত্যচন্দ্র, শ্রীবাস গদাধর) এই অবতার ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কতক গুলি সহকর্ম্মী মহাপুরুষগণকে লইয়া তাঁহাদের জীবনের কার্য্য পরিচালিত করেন। এইকথা শুনিয়া অনেকেই আনন্দিত হইবেন যে শ্রীরামচন্দ্র ভগবাণের অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে সাহার্য্য করিবারজন্য দেবতাগণকে বানররূপে পৃথিবীতে আগেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই শ্রীরাধিকার সাথী ছিলেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাহার্য্য করিবার জন্য শ্রীরাণী রাসমণির (যিনি রাধিকার নব সাথীর মধ্যে একজন ছিলেন) ইত্যাদি। এইরূপই অবতার তত্ত্বের ধারা ও নিয়ম যুগে যুগে বিশ্বে চলিতেছে। এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের, গোকুলের গোপাল বালকগণের সাহার্য্যে লীলা করিয়া ছিলেন—এই গোপী ও গোপাল বালকবৃন্দ পূর্ব্বজন্মে শ্রেষ্ঠ ঋষিরূপে পৃথিবীর কার্য্য করিয়া ছিলেন। প্রভু যীশু কৃষ্ঠ তাঁহার দ্বাদশ সহ-কর্ম্মী মহাপুরুষগণের সহায়তায় তাঁহার ধর্ম্মবানী প্রচারক রিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবও তাঁহার প্রিয় শিষ্য সম্প্রদায়ের সাহার্য্যের দ্বারা এই রক্ষাকরিয়াছে। অন্যান্য অনেক অবতারগণও এইরূপে বিভিন্ন যুগে তাঁহাদের জীবনের মুক্তিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যতিরেকেও অবতার ও সিদ্ধ মুক্ত পুরুষগণ তাঁহাদের স্থানীয় ভক্ত কর্ম্মীর সহারতায় দূরদেশস্থ মানবগণের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীত হন। এই ভক্ত কর্ম্মীগণও এই অবতার গণের কৃপায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন স্তরে সিদ্ধি লাভ করিয়া স্থানীয় লোকগণের সহায়তা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে সমগ্র বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতের পরিচালনা এই সকল যুগাবতার গণের ধারাবাহিক রূপে ও নিরবিছিন্ন ভাবে করিয়া আসিতেছেন। কারণ সৃষ্টজগতের মঙ্গল সাধন করার জন্যই বিধাতার নিকট হইতে অমিত ঐশী শক্তির অধিকারী হইয়াথাকেন। এইসকল বিভিন্ন পূর্ণ অবতার গণের জীবনের ধারা ও জীবজগতের কর্ম্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা আলচনাকরিব বলিয়া মনে করিয়াছি। যদিও ভগবান শ্রীশ্রীসৈবাবার সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষত্বের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীসৈবাবা নিজেই একদিন এক কমিশনারের আদালতে বলিয়াছিলেন তাঁহার জীবণের উদ্দেশ্য বিশ্বের সেবা এবং তাঁহার পরমায়ু অফুরন্ত। তাঁহাকে কখনও কখনও ক্রোধেরুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা যাইত কিন্তু এই ক্রুদ্ধ অবস্থায় দেখা যাইত যে তিনি নিশ্চিত ভাবে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। যদিও তাঁহার এই আশীর্ব্বাদের ফল অনেককাল পরে অনুভূত হইত তিনি প্রতিশ্রুতি করা অপেক্ষা দান করিতেন। মানুষের কি ধন সম্পত্তি আছে তাহাতে তাঁহার কোন মনোযোগ ছিলনা, তাঁহাকে কি দেওয়াহইল তাহাতেই তিনি আকৃষ্ট হইতেন। তিনি রূগ্নলোকের উপরেই বিশেষ দয়ালু ছিলেন। কুষ্ঠ রোগীও দীন দুঃখীগণ তাঁহার অধিক প্রিয় পাত্র ছিল। তিনি ভক্তগণের নিকট নগদ মুদ্রাদাবী করিতেন এবং ফিরিয়া যাইবার পাথেয় না রাখিয়া শেষ কপার্দ্দক পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট আদায় করিতেন। কিন্তু এই টাকা পয়সা আদায় করিবা মাত্র অপরকে দান করিয়া দিতেন নিজের জন্য এক কপর্দ্দক ও কখনও রাখিতেন না তিনি নগদ টাকাকড়ি, খাবার জিনিষ, মিষ্টান্ন ও অপরাপর উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতেন কিন্তু কয়েকটী বিশেষ লোকের নিকট হইতেই এইগুলি গ্রহন করিতেন। তিনি যাহালইতেন তাহাই আবার ফিরাইয়া-দিতেন। তিনি ভক্তগণের নিকট যাহা লইতেন তাহার লক্ষগুণ ভক্তগণকে ফিরাইয়াদিতেন। তিনি কখনও গোঁড়া শিষ্য গণকে উপবাসের দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাদ্য খাইতে অথবা নিষিদ্ধ দ্রব্য যেমন পেঁয়াজ ইত্যাদি খাইবার জন্য বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্চার্য্যান্তিত করিয়া মনে কষ্ট দিবার আদেশ দিতেন। তিনি কখনও কখনও শূণ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতেন, পরে জানা যাইত সেইরূপ করিয়া তাঁহারভক্তগণকে বিশেষ পৃথিবীর বিপদ ও জীবণের সন্ধিক্ষণ হইতে উদ্ধার করিতেন। তিনি হিন্দু মন্দিরে কোরাণ গ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন আবার মসজিদে পূজা আরতি করিতেন। ভগবান শ্রীশ্রীসৈ নাথের সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে আমাদের সময়েই তিনি দেহে থাকা কালেই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া ছিলেন। তাঁহার দৈব ভাবের প্রভাবেই তিনি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ হইতেন। তাঁহার একটী বিশিষ্ট উপদেশ বাণী ছিলযে "শ্রীবাবাকে কেবল মাত্র শ্রীদ্ধিতেই দেখিয়াছে তিনি বাবাকে একবারেই দেখেননাই" অথাৎ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন এ বিষয়ে সে অজ্ঞ থাকিত।

অপর পূর্ণ অবতারগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় শ্রীশ্রীসৈ বাবার সম্বন্ধে আরও বিশাদ বিবরণ করে দেওয়া যাইবে।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপূর্ণ অবতারগণ

(২) উপাসনী মহারাজ

অন্ততঃ আমাদের ভারতবর্ষে এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে নারীগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি পুরুষমানুষের সাহায্যের দ্বারাই হইয়া থাকে। ভগবান বুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করিয়াছিলেন, আবার তিনিই দেশে সন্ন্যাসিনী (ভিক্ষুনী) দল সংঘঠন করিয়াছিলেন। প্রকৃতি দত্ত দৈহিক রূপ দ্বারা স্ত্রীলোকের অনেক বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়—কবি বলিয়াছেন যে "স্বর্ণ অপেক্ষা রূপ দ্বারাই তস্করগণ অধিক আকৃষ্ট হয়"। তাহা ছাড়া যৌন বৈশিষ্ট্য ও আছে। পুরুষগণ নারীগণের মতই ভুল করে। এই সকল কারণে নারী গণের জীবনে আধ্যাত্মিক পূর্ণচেতনায় কেবলমাত্র নারীগণের নিজস্ব চেষ্টা থাকিলেও পুরুষগণের সহায়তা আবশ্যক হয়। এই কথা অশ্চর্য্যজনক মনে হয় বটে কিন্তু সত্য কথা কল্পনা হইতেও আরও আশ্চর্য্যজনক। নারীগণ কিরূপে নিজেদের চেষ্টায় তাহাদের বাধা বিক্রম অতিক্রম করিতে পারে সেই পথ দেখাইবার কাজ পূর্ণাবতার বোম্বে প্রদেসস্থ সাকোরী আশ্রমস্থ শ্রী উপাসনী মহারাজের উপর পড়িয়াছিল। এই জন্য শ্রীউপাসনী মহারাজের জীবন বৃত্তান্ত এই প্রসঙ্গে শুধু আনন্দপ্রদই হইবেনা, শিক্ষাপ্রদও হইবে। তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের পূর্ব্বের নাম ছিল পণ্ডিত কাশীনাথ। মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ সাতানে গ্রামে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে তাঁহার জন্ম লাভ হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রী গোবিন্দ শাস্ত্রী ও মায়ের নাম ছিল শ্রীমতী রুক্মিনী বাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী সংস্কৃতশাস্ত্রে বুৎপন্ন পণ্ডিত ও খাঁটী ব্রাহ্মণ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ শ্রীগোপাল শাস্ত্রী একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সন্ন্যাসী হন। পণ্ডিত কাশী নাথ গৃহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিবার পর ১৪ কিংবা১৫ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নাসিক সহরের ৮ মাইল দূরে একটী গুহায় ৮ বৎসর ধরিয়া সন্ন্যাস জীবন পালন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সন্ধান পাইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি সাংপল্লীগ্রামে কৃতকার্য্যতার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজের ব্যবসা করেন এবং ভেষজ রত্নমালা নামে একটী প্রসিদ্ধ চিকিৎসাপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে খাদগাঁয়ের শ্রীনারায়ণমহারাজের সহিত নাগপুরে তাঁহার দেখা হয়। শ্রীনারায়ন মহারাজ তাঁহার এই অল্প বয়সেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বুঝিতে পারেন। পরে বাহুরীর শ্রীকুলকারিনী মহারাজের আদেশক্রমে ১৯১১ সালের ২৭শে জুন শ্রীউপাসনী মহারাজ সর্ব্বপ্রথম শ্রীদ্ধিতে শ্রীসৈবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

এই সাক্ষাতেই শ্রীউপাসনী মহারাজের জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ভগবান শ্রীশ্রীসৈবাবার কঠোর তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত কাশীনাথ প্রায় চার বৎসর শিক্ষানবিশী করেন। এই সময় তাঁহাকে কঠোর পরীক্ষায় সম্মুখীন হইতে হয়। কখনও তাঁহার পক্ষে উপবাস, কখনও বা অন্ধতা, কখনও শারিরিক ক্লেশ, কখনও অপমান, আরও অনেক কঠোরনির্য্যাতন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য হইতে শ্রীমহারাজ ক্লেদ শূন্য বিশুদ্ধ সোণারূপে বাহির হইলেন। ভগবান শ্রীশ্রীসৈনাথ তাঁহাকে "মহারাজ" উপাধি দিলেন এবং সকল ভক্তবৃন্দের সম্মুখে ঘোষনা করিলেন যে তাঁহার "কোষাগারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চাবিকাটি' অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত ঐশীশক্তি শ্রীউপাসনী মহারাজের নিকট অর্পণ করিলেন। এই কথা জানিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার এই শিক্ষানবিশীর সময় তঁহাকে অনেকসময় কাম প্রবৃত্তির সম্মুখীণ হইতে হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীসৈবাবার সহায়তায় সে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীবাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমান্ নারায়ন মহারাজই পুরুষোত্তম এবং অপরপর ব্যক্তি সকলেই তাঁহার সহধর্ম্মিনীর মত। সে জন্য তিনিও সকলের অন্তরাত্মার দিকেই লক্ষ্য করিবার জন্য এবং বাহিরের রূপের দিকে মনোযোগ না দিবার জন্য উপাসনী মহারাজকে উপদেশ দেন। শ্রীবাবা তাঁহাকে শাড়ী পরিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে মেলামেশা করিয়া ও স্ত্রীলোকের মতই আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীউপাসনী মহারাজের শিষ্যগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তিনি স্ত্রীলোকেব মত শাড়ী পড়িয়া নারীগণকে নারিকেল ও অন্যান্য প্রসাদ বিতরণ করিতেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও কখনও স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরিয়া তাঁহাদের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া সেইরূপ আচরণ করিতেন তাহাদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে অবতার মহাপুরুষগণের ভিতর নারী ও পুরুষের পার্থক্য থাকে না। তাঁহারা স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিবার সময় নিজেকে স্ত্রীলোকই মনে করিতেন সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কামগন্ধ থাকেনা। শ্রীউপাসনী মহারাজের জীবনী ও ভগবান শ্রীশ্রীসৈকৃষ্ণের কার্য্যাবলি ধর্ম্মেচ্ছুগণের পক্ষে মূল্যবান শিক্ষার স্থল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের-গোপী-লীলা রহস্য লইয়া অনেক বহির্মুখী সমালোচক গণের বাদানুবাদ ও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা আছে। এমনকি একসময় ব্রহ্মশ্রী—শ্রীবি, ভি, নরসিংহ স্বামী শ্রীউপসনী মহারাজের বিবাহ আইনভঙ্গ করার অভিযোগ হইতে আদালতে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই অবতার মহাপুরুষ গণকে আমাদের মত সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়া তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেই ভুল হইবে। আমরা অনেকেই আমাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যৌন প্রবৃত্তির উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারি না। যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের প্রতি আচরণ এবং শ্রীউপাসনী মহারাজের "সতী"-গণের প্রতি ব্যবহারে দৈহিক সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া আত্মাতিক সম্বন্ধ ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার করি তাহা হইলে আর কোনরূপ ভুল বুঝার অবকাশ থাকিবেনা। যদি আমরা এই নীতি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যে প্রয়োগকরি তাহা হইলে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে কামজয় করা আপাতঃ দৃষ্টিতে কঠিন মনে হইলেও কার্য্যতঃ অতি সহজ বলিয়া অনুভব হইবে। সাকোরী আশ্রমে তীর্থ-যাত্রী-গণ-এই বিষয়ে শ্রীউপাসনী মহারাজের পরামর্শ চাহিতেন ও তিনিও সকলকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁহার উদাহরণ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিতেন যে নারী জাতি পুরুষ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে বিভিন্ন নহে এবং তাহাদের পুরুষের মতই আধ্যাত্মিক কার্য্যে সমান অধিকার আছে।

শ্রীউপাসনী মহারাজ ভগবান শ্রীশ্রীসৈবাবার নিকট ধর্ম্ম দীক্ষা সমাপন করিয়া খড়গপুর, অমরাবতী নাগপুর প্রভৃতি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান এবং শেষে সাকোরী গ্রামের শ্মশান ঘাটে তাঁহার আশ্রম স্থাপন করেন, এখানে আশ্রম স্থাপন করিবার গুঢ় অর্থ এই যে মানবের বাহ্যিক দেহ ধ্বংস হইয়া যায় এবং আত্মাই চিরস্থায়ী—ধর্ম্মেচ্ছুগণ রিপু জয় করিয়া আধ্যাত্মিক ধার্ম্মিক মার্গে গমন করিবার জন্য এই শিক্ষাই লাভ করেন। শ্রীমহারাজের শিষ্যগণ এই শ্মশান ঘাটের বৃক্ষ, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাঁহার আশ্রমের জন্য একটি বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৪১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীমহারাজ এই পার্থিব নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। এই সাকোরী আশ্রম একটি মাত্র পুরুষ দ্বারাই স্থাপন করা হইয়াছিল। এই আশ্রমের উপস্থিত পরম অধ্যক্ষা শ্রীশ্রীগোদাবরী মাতা সকল ভক্তগণের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা দানকরিতেছেন।

শ্রীউপাসনী মহারাজ মাতৃজাতির আধ্যাত্মিক জাগরণের যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন শ্রীশ্রীমা "কন্যা" গণের সহায়তায় সেই কার্য এখনও পরিচালনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীউপাসনী মহারাজ মহারাষ্ট্র ভাষায় আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ তিন খণ্ডে আছে। এইগুলি নাগপুরস্থ রামদেশ পেট-৩৭৭নং ক্যানান রোডে অবস্থিত "আশীর্ব্বাদ" ভবনে অ্যানাটমির অধ্যাপক শ্রীসহাবুদ্ধের নিকট পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পূর্ণ অবতারগণ

(৩) শ্রীহজরত বাবা তাজুদ্দীন

ক্ষমা মানবের প্রধানতঃ ঐশ্বরিক গুণ এবং আমাদের সকলের মধ্যেই ইহা কমবেশী ভাবে বর্ত্তমান। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে "ভুল করা মানুষের ধর্ম্ম, ক্ষমা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম।" আধ্যাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে ক্ষমাকে পাপ মোচনের অংশ বলা হইয়াছে। যদিও পাপ মোচন সম্বন্ধে অনেকরূপ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত আছে কিন্তু মানবের পাপ মোচন করিবার ক্ষমতা একমাত্র পূর্ণ অবতারগণের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু এই ক্ষমতা অতি অল্প ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বুদ্ধ, যীশুক্রীষ্ট, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে লোক তারণ করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু মানবকে তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার এই মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত আধ্যাতিক জগতে খুবই বিরল। নিজ নিজ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফল সকলকেই পূর্ণ ভোগ করিতে হয়। চেলার গুরুর সমপর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্য্যন্ত গুরুকে চেলার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে এই পূর্ণ অবতারগণ সমস্ত জনসাধারণকে উদ্ধার করিবার সময় তাহাদের পাপের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া তাহাদের হইয়া কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেন। ভগবান শ্রীপরমহংসদেবের জীবনে এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। এইজন্য যুগে যুগে সকল অবতারগণ আমাদের উদ্ধার কল্পে যখনই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখনই তাঁহারা দুঃখ কষ্টপূর্ণ কঠোর জীবন যাপন করেন ইহাই সকল অবতারগণের জীবনের কথা।

পশ্চিম ভারতের আমেদনগরস্থিত একটী নগণ্য গ্রামে ভগবান শ্রী সৈ নাথ কঠোর ও নিয়মনিবদ্ধ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীসৈ বাবা পশ্চিম ভারতে যে কার্য্য করিবার জন্য অবতারত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই কার্য্যই মধ্য ভারতে করিবার জন্য তাঁহার সম সাময়িক হজরৎ বাবা তাজুদ্দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার রূপে সেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অবতার বাদে বিশ্বাসী ভক্তগণ মনে করেন যে আমাদের পূর্ণ অবতারগণ সকলেই একই নিয়মে সমভাবে জীবনের কার্য্য পরিচালনা করেন। এই পূর্ণ অবতারগণের মধ্যে শ্রীশ্রীসৈ বাবাকে এই অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়।

শ্রীতাজুদ্দিন বাবার বিশেষত্ব এই হইতেছে যে তাঁহার বাহিরের ব্যবহার খুব কর্কশ ছিল কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল কুসুম কোমল। তাঁহার ক্ষমার কথা শুধু অসাধারণই ছিল না অবিশ্বাস্যও বলিয়াও মনে হইত। তিনি পাপীকে, দুষ্টকে ঘৃণা করিতেন না সকলকেই কোলে আশ্রয় দিতেন। মামলাবাজ, দুষ্টাচারী ব্যক্তি, চিররুগ্ন (মানসিক বা শারীরিকি) পরীক্ষোত্তীর্ণ আকাঙ্খাপূর্ণ অথবা সমাজত্যাগী ব্যক্তি সকলকেই আশ্রয় দিতেন এবং তাহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন দুঃখ বেদনাপূর্ণ মানবের কল্পতরু। এখনও তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তাঁহার নিকট যে কায়মনোবাক্যে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই পূর্ণ হয় এই বিশ্বাস আছে। সেজন্য এই উদ্দেশে অনেকেই নাগপুরস্থিত তাঁহার সমাধি মন্দির দর্শন করিবার জন্য অনেক তীর্থযাত্রী গমন করিয়া থাকে। পূর্ণ অবতারগণের দায়িত্ব বহন করিতে হইলে তাঁহারা যখন যেরূপ সাহায্য পান তাহার দ্বারাই দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে হয়। তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের ভোগ নিবারণের ও কখনও কখনও ব্যবস্থা করিতে হয় এবং এজন্য তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট ভোগও করিতে হয়। শ্রীবাবা তাজিউদ্দীনকেও এইরূপ তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সে জন্য আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীগণের পক্ষে শ্রীতাজুউদ্দিন বাবার জীবনী অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও গভীর চিত্তাকর্ষক হইবে।

তাঁহার পিতা মহম্মদ বদরুদ্দিন মাদ্রাজ সৈন্যবাহিনীর একজন সুবেদার ছিলেন ও মধ্যপ্রদেশস্থ কাম্‌তি শহরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীতাজুদ্দীন বাবা পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন ও ১৮৬০ সালে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর অনেকদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বাকশক্তিহীন ছিলেন এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে পোড়া কাঠের দ্বারা তাঁহার কপালে ও গণ্ডদেশে আঘাতের ফলে তিনি বাকশক্তি লাভ করেন। তাঁহার এক বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু ও ৮ বৎসর বয়সে মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতুল ও মাতামহী তাঁহাকে লালন পালন করেন। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি উর্দ্ধু ও আরবী ভাষা ও কিছু কিছু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ ৮ম বাহিনীতে ভর্ত্তি হন। যখন এই সৈন্য বাহিনী সাগর সহরে তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিল, কথিত আছে যে তখন তিনি এক দৈববাণী শোনেন যে তিনি যেন নিকটস্থ নিবিড় অরণ্যস্থ হজরৎ দাউদ খ্রীষ্ট নামক প্রখ্যাত সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

এই সাধুর সহিত দর্শন লাভের ফলেই তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। তিনি সামরিক চাকুরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া একরূপ জ্ঞানশূন্য ভাবে চলাফেরা করিতে থাকেন এবং লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে থাকে। তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে কাম্‌তি সহরে ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহাব মস্তিক বিকারের চিকিৎসা দ্বারা তাঁহাকে সাধারণ জ্ঞানের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তাঁহার মাতামহীর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইতিমধ্যে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া ছেলেরা তাঁহার দিকে প্রস্তর খণ্ড ছুড়িয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে থাকে। কিন্তু তিনি ইহাতে প্রতিশোধ না লইয়া আনন্দ করিতে থাকেন এবং এই প্রস্তর খণ্ডগুলি এক সঙ্গে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিতে থাকেন। তাঁহার এই বাহ্যিক মানসিক বিকারের অবস্থাতেই আধ্যাতিক আলোকপাত তাঁহার মধ্যেই আবির্ভাব হয়। তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন যিনি বিপদে পড়িয়া তাঁহার সাহায্য চাহিতেন তখনই শ্রীবাবা তাঁহাদিগকে অলৌকিক ভাবে তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। এইভাবে জনগণকে তাহাদের পার্থিব বিষয়ে সাহায্য করিতে থাকিলে ছেলেরা আর তাঁহাকে বিরক্ত করিত না। তখন তিনি উন্মাদগণের মধ্যেই বাস করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে একদিন একেবারে উলঙ্গ হইয়া ইউরোপিয়ানদের টেনিস ক্লাবে হাজির হইলেন। ইহার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারে উন্মাদাশ্রমে রাখিবার আদেশ হইল। সেজন্য নাগপুরে উন্মাদাশ্রমে তিনি সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই উন্মাদাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার আবদুল মজিদ খান শ্রীবাবার এই আশ্রমে থাকা কালিন তাঁহার জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীবাবা এখানের অন্যান্য অধিবাসীর সহিত একই ভাবে ব্যবহার করিতে নির্দ্দেশ দিতেন—তিনি তাঁহার জন্য কোন বিশেষ বিভিন্ন ব্যবহার চাহিতেন না। অপরের মত মাথায় করিয়া ভারি বোঝা বহিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বোঝাগুলি নিজে নিজে তাঁহার মাথার উর্দ্ধে থাকিত এবং তিনি যেখানে যাইতেন বোঝাগুলি তাঁহার মাথার উর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। যদিও তাঁহার দর্শকগণের নিকট নাম মাত্র একটী মূল্য আদায় করা হইত তাহা হইলেও শতসহস্র লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তাহাদের মধ্যে বাই আম্মা বলিয়া একজন সাধ্বী মহিলা হজরৎ দাউদশ্রীষ্টির আদেশে তাঁহার সহিত দেখা করেন শ্রীতাজুদ্দিনবাবা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং এই দর্শনের শেষ হইতেই এই মহিলার আধ্যাতিকা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পবিত্র সাধু জীবন যাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে নাগপুরের উপকণ্ঠে ওয়াকি নামক স্থানে এই মহিলার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। ১৯০৭ সালে নাগপুরের রাজা রঘুনাথ রাওয়ের অনুরোধে সম্মত হইয়া শ্রী বাবা উন্মাদাশ্রম হইতে বাহিরে চলিয়া আসেন এবং এইজন্য শ্রীযুক্ত রাও শ্রী বাবার জন্য সরকারের কাছে দুই হাজার টাকার জামানত দেন। পরে বাবা এই রাজা প্রদত্ত সাকার দারাস্থ প্রাসাদে বাস করিতে অসম্মত হন এবং গভীর বনের মধ্যেই থাকা পছন্দ করিলেন। পরিশেষে তিনি পূর্ব্বোক্ত ওয়াকি নামক স্থানেই স্থায়ী ভাবেই বাস করিলেন। এই স্থানে বহু ব্যক্তি বিভিন্ন মনোবাঞ্ছা লইয়া তাঁহার বাসভূমির নিকট আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সকল প্রার্থীগণকে তাহাদের বিভিন্ন মনোবাসনা অনুযায়ী এক এক দলে বিভক্ত করিতেন। যথা, যাহারা রোগমুক্তি চায় তাহাদিগকে "বাবাজান" নামক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত একটী বৃক্ষতলে সমবেত হইতে আদেশ দিতেন। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চান "বিদ্যাসাগর" নামে অভিহিত একটী আমগাছের তলায় সমবেত হইতে বলিতেন। যাহারা মোকদ্দমায় জয়ী হইতে চান অথবা আর্থিক দুঃখ হইতে মুক্তি চান তাহাদিগকে "ন্যায়-বিচারালয়" বলিয়া অভিহিত একটী স্থানে একত্রীভূত হইতে বলিতেন। যাঁহারা আধ্যাতিক উন্নতি চান তাঁহাদিগণক "মস্‌জিদ" বলিয়া অভিহিত স্থানে যাইতে বলিতেন। যাঁহারা আত্মসংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা চান তাঁহাদিগকে প্যারেড-গ্রাউণ্ড অথবা কুচকাওয়াজ মাঠ বলিয়া অভিহিত স্থানে যাইয়া শারীরিক ড্রিল করিতে আদেশ দিতেন। এই প্রত্যেক দলের প্রতি অব্যর্থ ভাবে ও সাফল্যের সহিত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেন। এই সকল সহস্র সহস্র যাত্রীগণের বস-বাসের জন্য নগরের উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্র নগর আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এখন সেইটীকে "ছোটানাগপুর" বলা হয়। তিনি এই স্থানেই শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করেন এবং ১৯২৫ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখে এই স্থানে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

বোম্বের টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া সংবাদে প্রকাশ যে তাঁহরে অন্তর্ধানের সময় এমনকি রাজা রঘুনাথ রাও সাহেবেরপ্রস্তর ময় গৃহদেবতার মূর্ত্তিও দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হজরত বাবা তাজুদ্দিন আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে, আমাদের পার্থিব দুঃখ দূর করিয়া আর্থিক উন্নতিবিধান করিবার জন্য ও জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাকে ভগবানের প্রতি আধ্যাতিক ভক্তিতে পরিণত করিবার জন্য এই জগতে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ক্ষণিক পার্থিব দুঃখে ভগবানের প্রতি ভক্তি হারাইয়া ফেলিতেন তিনি তাঁহাদিগের মনে আবার এই ভক্তি যাহাতে অচলা হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে এই সকল কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে এবং অনেক ত্যাগ স্বীকারও তিনি করিয়াছেন। শ্রীসৈ বাবা পশ্চিম ভারতে যাহা যাহা করিয়াছেন মধ্য ভারতে তাঁহার এই কাজ তাহারই অনুরূপ। শ্রীতাজুদ্দিন বাবার মত পূর্ণ অবতারকে অরণ্য মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ গোলাপ ফুলের সহিত তুলনা করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতারগণ

(৪) —হজরত বাবাজান্

বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিতেন এবং বিশ্ব প্রকৃতির উদার মত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম বিষয়ে নানারূপ যাগযোজ্ঞ ও ধর্ম্মের নিয়মাবলী প্রচলিত হয়। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব এই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠীত নিয়মকানুনের এবং বাধ্যতা ও অত্যাচার মুক্ত ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন। স্বামী দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ শ্রীরামমোহন রায় ও শ্রীকেশব চন্দ্র সেন প্রবর্ত্তি ব্রাহ্ম সমাজই এই সকল ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম জনিত অত্যাচারেরই প্রতিক্রিয়ারূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব কতকগুলি প্রধান প্রধান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তিত পন্থা নিজে আচরণ করিয়া সকল ধর্ম্ম পথের দ্বারাই যে ভগধৎ অনুভূতি লাভ হয় তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করেন এবং **"যত মত তত পথ"** এই সত্য প্রচারের দ্বারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কথা ঘোষণা করেন। ঠিক এই সময়েই মাদাম ব্লাটাভাস্কি থিয়োষফি-ক্যাল সোসাইটী স্থাপন করেন। এই সোসাইটীর দ্বারা ধর্ম্মের কথা বৈজ্ঞানিক ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া প্রচার করা হয় এবং সন্দিগ্ধপূর্ণ পৃথিবীর নিকট লোক চক্ষুর অন্তরালে একাধি ভৌতিক শক্তির চালিত এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেব সেরূপ কখনও কখনও অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ করিতেন। মাদাম ব্লাটাভাস্কিকেও এইজন্য অলৌকিক ঘটনার প্রদর্শনের কখনও কখনও ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমতী হজরৎ বাবাজানও এইরূপ তাঁহার জীবনে ও কার্য্যাবলীর মাধ্যমে আধিভৌতিক জগতের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহাই সকলকে দেখাইয়াছেন যে আধ্যাত্মিক জগতে কোন জাতি ধর্ম্ম, যৌন বা মৌলিক নীতির বিভেদ নাই। এই সকল কারণে তাঁহার জীবনের ইতিহাস ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিগণের জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিবে।

আফগানিস্থান বা বেলুচিস্থান হইতে শ্রীমতী হজরৎ বাবাজান আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আফগানিস্থানের কোন আমিরের কন্যা ছিলেন। কথিত আছে তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার জন্ম তিথি উৎসব ২৮শে জানুয়ারী পালন করা হইয়াছিল। সেজন্য আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল গুলরুখ এবং আফগান দেশের আভিজাত্য বংশের কন্যা রূপে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই কোরাণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী গুলরুখ নিভৃতে ধ্যান ধারণা প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার যৌবন কাল অতিবাহিত করেন, ইহা তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুরূপ ছিল না। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন এবং পঞ্চদশ বয়সে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করা হইলে তাঁহার পিতা মাতা আনন্দের সহিত রাজী হইলেন। যে দিন তাঁহার বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল সেই দিনই গৃহ হইতে পলায়ণ করেন এবং পেশোয়ারের মধ্য দিয়া রাওলপিণ্ডিতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এখানে একজন হিন্দু সাধুপুরুষ তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। এই দীক্ষার পরেই নিকটস্থ কোন পাহাড়ে ১৭ মাস ধরিয়া তাঁহাকে কঠোর নিয়মাবলীর মধ্যে জীবন যাপন করিতে হয়। তিনি ৩৫ বৎসর বয়সে মুলতানে একজন সাধুর কৃপায় ভগবৎ দর্শন লাভ করেন। উত্তর ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশেষ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পুণার ম্যালকোম রোডস্থিত চরবাভাদি নামক স্থানে একটি নিম বৃক্ষের নীচে স্থায়ী ভাবে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই সময় সকলের নিকট "হজরৎ বাবাজান" বলিয়া পরিচিত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় তাঁহার বয়োবৃদ্ধ জনিত দেহ অবনমিত হইয়াছিল। ছিন্ন ও মলিন লম্বা কুর্ত্তা ও পায়জামা এবং সুতি অঙ্গাভরণ বস্ত্র তিনি পরিধান করিতেন, রুক্ষ পক্ক শ্বেতবর্ণ কেশ আলুলায়িত ভাবে দেহে পতিত হইত এবং বিড়ি খাইতে খাইতে চতুর্দ্দিকে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সকল সত্ত্বেও তাঁহার নীলবর্ণ চক্ষুর জ্যোতি ও তাঁহার শরীরের সুষমা অক্ষুন্ন ছিল। চা ও ফল বিক্রয়কারীগণ তাঁহাদের দোকানে তাহার আগমণকে স্বাগত জানাইতেন ও তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহাকে লইতে দিতেন কারণ তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের দোকানে তাঁহার আগমণ হইলে তাহাদের ব্যবসার অপ্রত্যাশিত ভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিত। তিনি কদর্য্য ময়লা পূর্ণ যে স্থানে বাস করিতেন সেইটাই অবিলম্বে তীর্থস্থানে পরিণত হইল। এখানে ধূপ সুগন্ধ দান করা হইল, নানারূপ গীতবাদ্যে মুখরিত হইল ও বহু তীর্থ যাত্রীর এখানে আগমণ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি এই সকল বিষয়েই উদাসীন ছিলেন। তাঁহার স্ব নিয়মিত ও স্বতন্ত্র আহার গ্রহণ, প্রায়ই অত্যধিক চাপান সত্ত্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন ছিল। ১৯০৩ সালে তিনি মক্কা যাত্রা করেন।

তিনি যে জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন সেটী ঝড়জলের মধ্যে পতিত হইল। তখন তিনি একজন যাত্রীকে অন্যসকল যাত্রীগণের নিকট হইতে একটী করিয়া পয়সা ভিক্ষা করিয়া সেই অর্থদ্বারা কারবালার নিকট দরিদ্র ভোজন করাইয়া আল্লার সন্তোষ সাধনের উপদেশ দিলেন। ইহার দ্বারা জাহাজটি এই ঝড় জল তুফান হইতে রক্ষা পাইল। তিনি বলিলেন যে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল হেতু মানব রোগ ভোগ করে এবং এই ভাবেই সকল রোগীকেই নিরাময় করিতেন। তিনি বলিতেন 'এই সকল কর্ম্মফলকে আমি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিই আবার সেগুলি আমার চারিদিকে আসিয়া জমায়েৎ হয়।'

তিনি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উন্নতিপার্থীগণের সকলেরই মনোবাঞ্ছা-পূর্ণ করিতেন। তাজুদ্দিন বাবার কথা হইলে তিনি বলিতেন যে তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(হজরৎ বাবাজান) যাহা তাঁহাকে (তাজুদ্দিন বাবাকে) দিয়াছেন তাহাই তাজুদ্দিন বাবা অন্যকে দান করিয়া থাকেন।

অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেইগুলির মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করা যাইতেছে। কতকগুলি লোকের নিকট প্রতিবাদপূর্ণ বিবরণ দিয়াছিলেন তাঁহাকে তাঁহারা রাওলপিণ্ডিতে জীবন্ত সমাধি দেন আবার তারপরই তাঁহারাই তাঁহাকে (শ্রীমতী হজরৎ বাবাজানকে) পুণায় জীবন্ত ও কার্য্যরত অবস্থায় দেখিতে পান। এই সময় পুনা হইতে ২০ মাইল দূরে একটী সিনেমা হলে অগ্নিসংযোগ হওয়ায় তিনি তাঁহার স্ব আসনে বসিয়াই সিনেমা হলের লোকগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। একজনকে তাহার ঘোড়া পাওয়াইয়া দেন। তিনি লোকের জ্বর আরোগ্য করিতেন, অন্ধ-লোকের দৃষ্টি দান করিতেন এবং লোকের সকলরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। এইসকল উপকারের প্রতিদান স্বরূপ নগদ টাকা কড়ি ও ও অন্যান্য জিনিস দিলে তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিতেন। তাঁহার বিশ্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান—তিনি মেহের বাবাকে অবতার মেহের বাবারূপে দান করিয়াছিলেন। শ্রীঅবতার মেহের বাবার সম্বন্ধে বিবরণ পরে উল্লেখ করা যাইবে। তিনি নিজেকে ভগবান ও সর্ব্বজীবের মূলাধার বলিতেন। তিনি নিত্য শাশ্বত 'আত্মার' সহিত নিজেদের যোগসাধন করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেন।

১৯৩১ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর হজরৎ বাবাজান তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেন সেখানেই উৎসব সহকারে তাঁহার পার্থিব দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার এই সমাধিস্থল এখন একটী তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে এবং বৎসরের সব সময়েই বহু যাত্রী এখানে আগমন করেন।

শ্রীমতী হজরৎ বাবাজান আমাদের এই পূণ্য দেশের পর্ব্বতময়—উত্তর সীমান্ত হইতে আশা আকাঙ্খার ও আধ্যাতিকতার নবজাগরণের মূর্ত্তরূপে হিন্দুস্থানের সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতারগণ

(৫) খেদ্‌গাওয়ের শ্রীনারায়ণ মহারাজ

আমাদের দেশের প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে কোন একটী দেবদেবীর নিবিষ্টভাবে আরাধনা করিলে অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। এ সম্বন্ধে মঠে ও আশ্রমে এমন কি লোকের বাটীতে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সত্য কথা মৌনী থাকা আচারণের বিশুদ্ধতা বা নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি ধর্ম্ম মূলক কার্য্য দ্বারা এইরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। এই অলৌকিক শক্তি রক্ষা করিবার একমাত্র সর্ত্ত হইতেছে যে এই শক্তি নিজের স্বার্থে ব্যবহার না করিয়া বিশ্ব মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। কৌমার জীবন যাপন করিলে সাংসারিক জীবনের কোন দায়িত্ব থাকে না। সে জন্য আজীবন কৌমার জীবন যাপন দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে এই শক্তির সদ্‌ব্যবহার করা যায়। পূর্ণ অবতার হইতে হইলে লোকাতীত জীবন বা রক্ষণশীল জীবন যাপন বা পূজা আরাধনা করা দরকার। এই লৌকিক ধারণা, সদ্‌গুরু শ্রীনারায়ণ মহারাজ দূর করিয়াছিলেন। শ্রীমহারাজ এই সত্য প্রমান করিবার জন্য একটী রক্ষণশীল গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই পরিবারের মধ্যে রক্ষণশীল জীবন যাপন করিয়া অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীভীমশঙ্কর ও তাহার পুত্র শিবরাম ও তাহাদের প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ণাটক্ প্রদেশের সিন্‌দাগী গ্রামে বাস করিতেন এবং হাম্পি জগৎ গুরু মহারাজের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কর্ণাটক্ ও মারহাট্টী ভাষায় গুরুদেবের ভক্তিমূলক গীত রচনা করিবার প্রকৃতি দত্ত ক্ষমতা ছিল।

শ্রীনারায়ণ মহারাজ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভাগলকোট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীভীমরাও ও মাতার নাম ছিল শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী। তিনি তাঁহাদের কনিষ্ট পুত্র ছিলেন। শ্রীনারায়ণ অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন এবং সমস্ত পরিবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথের আশ্রয়ে হায়দ্রাবাদে চলিয়া আসেন, পরে তাঁহার ধনী মাতুল তাঁহাকে লালন পালন করেন এবং তাঁহার প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। একদিন শ্রীনারায়ণ বাড়ীর নিকট একটী গুহাতে একটী যোগীকে দেখিতে পান। শিকল দ্বারা ঝুলান একটী তক্তার উপর চারিটী প্রদীপ প্রজ্বলিত অবস্থায় এই যোগী সমাসীন্ ও একটী সর্প তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। শ্রীনারায়ণ সূর্য্যনমস্কার, ধ্যান ধারনা ইত্যাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার নয় বৎসর বয়সে তাঁহার দিদিমা তাঁহাকে ঘোল দিতে অস্বীকার করেন। এইটী উপলক্ষ্য করিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ৭ বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন।

১৯০২ সালে তিনি পুণা সহরে রবিবার ফটকে হনুমানজীর মন্দিরে উপস্থিত হন। তিনি দ্বারে দ্বারে রান্নাভাত ভিক্ষা করিয়া সেগুলি জলে ধুইয়া লইয়া আহার করেন। এই সমস্ত অন্তরের ডাকে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাকা গাওয়ের ত্র্যম্বর রাও মামাআত্রে তাঁহাকে আভিনামক তাঁহার বাসস্থানে লইয়া যান। ত্র্যম্বকরাওয়ের স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই শ্রীনারায়ণকে খুবই স্নেহ করিতেন। তিনিও শ্রীমতী লক্ষ্মীবাইকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পোমালভডি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট পরোয়াগাঁওয়ের জমিদার একদিন স্বপ্নে আদেশ পাইলেন শ্রীনারায়ণকে গঙ্গাপুরে লইয়া যাইবার জন্য এবং এই আদেশ তিনি প্রতিপালন করিলেন। একটী নদীর তীরে একটী নিমগাছের তলায় শ্রী নারায়ণ বাস করিতেন। তিনি এইস্থান কখনও ত্যাগ করেন নাই। এমন কি বর্ষাকালে যখন নদীর দুই কূল ভরিয়া উঠিত তখনও তিনি এই স্থানে থাকিতেন। এই সময় তিনি গাছের ডালে উঠিয়া বাস করিতেন। একদিন এইখানে তিনি একটী সন্ন্যাস মঠে প্রবেশ করিলেন ও একটী বৃদ্ধ লোককে দেখিতে পাইলেন। সেই বৃদ্ধ লোকটী বলিলেন যে তিনি এতকাল ধরিয়া শ্রীনারায়ণের মঙ্গলের জন্য পূজা আরাধনা করিয়া আসিয়াছেন এবং তারপর যুবক নারায়ণকে দীক্ষিত করেন। তখন তিনি শ্রীনারায়ণকে তাঁহার জন্য খাবার আনিতে আদেশ দেন। শ্রীনারায়ণ তাঁহার সহচরের সহিত খাবার হাতে লইয়া মঠে প্রবেশ করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু দেখিলেন খাবার পাত্রটী শূন্য। তাঁহার সহচরবৃন্দ কোন অচেনা ব্যক্তিকে খাবার লইতে দেখেন নাই তবে নিশ্চয়ই শ্রীভগবান দত্তাত্রেয় নিজে এই খাবার খাইয়াছেন। এই ভাবে শ্রীদত্তাত্রেয়ের দর্শন ও পুনরায় দীক্ষা ইহাতে সত্যই শ্রীনারায়ণ অতি ভাগ্যবান। শ্রীনারায়ণ শ্রীদিত্তাত্রয়ের এই ভাবে দর্শন পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার অদর্শনে আবার আরও দুঃখিত হইলেন। সে জন্য তিনি পুনরায় সেই নিমগাছের তলায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধ অচেনা লোকের আদেশমত খাবার পাতে সাজাইয়া তিনদিন অপেক্ষা করিলেন, তিনদিন পরে স্বপ্নে আদেশ পাইলেন, যে তাঁহার নিবেদিত খাবার শ্রীভগবান (দত্তাত্রেয়) গ্রহন করিয়াছেন এখন তিনি সেই প্রসাদ খাইতে পারেন।

সুপের জমিদার নানাসাহেব দেশপাণ্ডে ভগবানের আদেশে শ্রীনারায়ণকে তাঁহার নিকট আনিয়া রাখিলেন। নানাসাহেবের ভাদানি গ্রামে কিছু জমি ছিল সেখানে শ্রীনারায়ণের ও তাঁহার থাকিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই স্থানটী নির্জ্জনে সাধন ভজন করিবার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু শ্রীনারায়ণ মহারাজের নিকট দলে দলে লোক আসিতে লাগিল এবং তিনি তাহাদের সহিত ভজন গান করিতেন। একদিন একটী "উদুম্বর" গাছের তলা খুড়িয়া একটী শ্রীভগবাণের কাষ্টপাদুকা ও টাটকা ফুল-সমেত পাইলেন। এর পর হইতেই তিনি মানবের কল্যাণের জন্য অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এর পর পুণা হইতে ৩৪ মাইল দূরে খেদগাঁও ষ্টেশনের ৭ মাইল দূরে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় দেখিতে পাইলেন এবং শ্রীমহারাজ এই স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য স্থির করিলেন। ১৯১২ সালে এই স্থানটী ক্রয় করিয়া লওয়া হইল এবং সেখানে ভগবাণ দত্তাত্রেয়ের মন্দির ও একটী যাত্রী নিবাস তৈয়ারী করা হইল। আজ এই স্থানটী বহু অট্টালিকায় পুর্ণ ও একটি তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। শ্রীনারায়ণ মহারাজ বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী ও গুরুপূর্ণিমা ও দত্তাত্রেরে জয়ন্তীতে উৎসব করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আজও খুদগাঁওয়ে এই তিনটি দিনে উৎসব প্রতিপালন করা হয়। শ্রীনারায়ণ মহারাজ কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীবসন্ত সেট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে একটী ধনী ব্যবসায়ী শ্রীদত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি নির্ম্মানের জন্য ২০০ তোলা সোণা তাঁহাকে দান করেন। শ্রীনারায়ণ মহারাজ সত্যনারায়ণ পূজা খুব ভালবাসিতেন এবং খেদ গাঁওয়ে এই উৎসব নিয়তই প্রতিপালিত হয়। এই ৩০ বৎসর যাবৎ এই খেদগাঁওয়ের আশ্রম ৫০।৬০ হাজার টাকা বাৎসরিক ব্যায়ে পরিচালিত হইতেছে। শ্রীনারায়ণ মহারাজ সিল্কের কাপড়, জামা ও বহু অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া রাজসিক ভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং এক সঙ্গে বহু সংখ্যক লোককে ভোজন করাইতেন কিন্তু শ্রীমহারাজ বরাবরই নিরামাসী ও স্বল্পআহারী ছিলেন। তিনি উদার এবং বাহ্যিক বহুভাবাপন্ন ভাবে কেবল 'শ্রীসৈ নাথের মত জীবন যাপন করিলেও শ্রীনারায়ণ ব্রাহ্মনযোগী মহারাজ পণ্ডিত কাশীনাথকে (পরে যিনি উপাসনী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়া ছিলেন), ব্রহ্মর্ষি নারসিংহ স্বামীজী মত সত্য সন্ধানেচ্ছু, তাঁহার ভক্তগনকে শ্রীশ্রীসৈ বাবার নিকট যাইতে উপদেশ দিতেন। অবতার শ্রীমেহের বাবা তাঁহার ভক্তগণকে শ্রীনারায়ণ মহারাজের নিকট যাইতে আদেশ দিতেন। কারণ তিনি তাঁহাকে পঞ্চপূর্ণ অবতারের মধ্যে একজন মনে করিতেন। শ্রীনারায়ণ মহারাজ ১৯৪৫ সালে ৩রা অক্টোবরে বাঙ্গালোরে নশ্বর দেহত্যাগ করেন।

শ্রীনারায়ণ মহারাজ তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলি দ্বারা প্রমান করিয়া গিয়াছেন সে একটী সংরক্ষণশীল ও ধর্ম্মপ্রান ভক্ত তাহার উদার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অপরের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যদিও এই সকল ব্যক্তি তাঁহার নিজ জীবন যে ভাবে পালন করা হয় তাহা হইতে ভিন্নপথে ও ভিন্নমতে নিজেদের জীবন পালন করেন। শ্রীশ্রীভগবান পরমহংসদেবের মত **'যত মত তত পথ'** এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতারগণ

অবতার শ্রীশ্রীমেহেরবাবা

"আমি এখন আমি যাহা হইয়াছি—শ্রীসৈবাবা তাহা করিয়াছেন; বাবাজান আমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করাইয়াছেন: উপাশনী মহারাজ আমার বর্ত্তমান অবস্থা আমাকে জানাইয়াছেন।"

"যিনি শ্রীভগবানের আত্মপ্রকাশ, তিনিই পূর্ণ অবতার এবং সেই পূর্ণ অবতারের নিকট আত্মসমর্পণ দ্বারাই আমরা শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে পারি।"

—শ্রীমেহের বাবার উক্তি

ভগবান ও ভগবানের অবতারগণের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে যাগ যজ্ঞ পৌরিহিত ভবিষ্যৎ বক্তাগণের দিনই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূজা ও যাগযজ্ঞগুলিকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত মিল করাইয়া পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা বা তাঁহাদের পায়ের ধুলা লওয়াকেও মধ্য যুগের কুসংস্কার ও দাস মনোবৃত্তি বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। শুষ্ক জ্ঞানমার্গের চর্চ্চা, বৈজ্ঞানিকের অবিশ্বাস ও সংশয়পূর্ণ ভাব এখন অন্ধবিশ্বাস ও প্রচারক ভক্তির স্থান অধিকার করিতেছে।

প্রার্থনা ও ভজনমন্দিরগুলিতে এখন পুস্তকাগার স্থাপন ও তার্কিক-দিগের আলোচনার স্থান হইয়াছে। যদি এখন যীশুখ্রীষ্ট অথবা ভগবারেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার এই পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভূত হন, তাঁহাকে অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর পরিহার করিতে হইবে, কথাবার্ত্তা কম বলিতে হইবে—নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাঁহার শত্রুভাবাপন্ন তার্কিককে কেবল প্রেমের মাধ্যমেই নিজের কোলে টানিয়া লইতে হইবে।

মেহেরবাবা, অথবা লোকের নিকট "অবতার মেহেরবাবা" বলিয়া পরিচিত, বিদ্রোহী যুব সম্প্রদায়ের অনভিপ্রেত হইলেও নিজেকে "অবতার" নাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া দাবী জানান। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বান হইতে নিজেকে পুরাতন বলিয়া দাবী করিতেন শ্রীবাবাও নিজেকে অতি পুরাতন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি পুরাতন—আমি উচ্চ পুরুষ হইতেও উচ্চতম; আমি সেই পুরুষ যাঁহাকে অনেকে পাইবার জন্য আকাঙ্খা করে এবং অতি অল্প লোকেই পাইয়া থাকে"। যাঁহারা তাঁহাকে নিন্দা ও গালিমন্দ করেন তাঁহারাই তাঁরই (মেহের বাবারই) কাজ করিতেছে যেমন যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসে তাহারা তাঁর কাজ করে। এই যুক্তি দ্বারা তিনি বিরুদ্ধ বাদীদের খ্যান্ত করিতেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মারোয়ান্ কোরিয়ার ইরাণী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে জোরাষ্ট্রিয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুণার সুফী সন্ন্যাসিণী হজরৎ বাবাজান কর্ত্তৃক ১৯১৪ সালে দীক্ষিত হন এবং দীক্ষার সময় হইতেই নয়মাস অবধি সামাধি অবস্থায় থাকেন। এই অবস্থার শেষের দিকে মারোয়ান্ শ্রীদ্ধিতে আসিয়া শ্রীসৈবাবাকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে শ্রীদ্ধিতে শ্রীসৈবাবার নিকট শিক্ষানবিসীভাবে নিযুক্ত উপাসনী মহারাজ নামে একহিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন। তখন উপাসনী মহারাজ মেহেরবাবার প্রতি একটি প্রস্তর খণ্ড জোরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার কপালে আঘাত করেন। ইহার দ্বারাই মেহেরবাবার মন পার্থিব জগতের জ্ঞান ফিরিয়া আসে। মেহের বাবা বলেন যে উপাসনী মহারাজের কার্য্যকরী নেতৃত্বাধীনে ৭ বৎসর জীবনের কষ্টসাধ্যসাধনার দ্বারা তিনি পার্থিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের জ্ঞান ফিরিয়া পান। তবুও মাঝে মাঝে অপার্থিব জ্ঞান পূর্ণ সমাধি হইত। মেহেরবাবা বেদগাঁওয়ের নারায়ণ মহারাজের ও লালপুরের তাজুদ্দীন মহারাজের নিকট গমন করেন। এই দুই মহাপুরুষই তাঁহাদের নিকট অগন্তুক ভক্তবৃন্দকে মেহেরবাবার নিকট যাইতে বলিতেন। ১৯২২ সালে মে মাসে একটি বক্তৃতা সভায় উপাসনী মহারাজ উপস্থিত লোকদের বলেন যে "আমার সাধনার চাবীকাটি (অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতার মূল উৎস) মেহেরবাবাকে দান করিয়াছি এই বলিয়া শিক্ষা দেন—সকলকে তাঁহার অর্থাৎ (মেহেরবাবার) ভক্ত হইবার উপদেশ দেন—এইভাবে কথিত আছে।

('লিশেন্ হিউম্যানটী' নামক পুস্তকের ২৫০ পৃঃ)

এই প্রসঙ্গে সকলের স্মরণ আছে যে শ্রীসৈবাবাও এই কথাই বলিয়াছেন যে, 'তিনি তাঁহার সাধনার চাবিকাটী উপাসনী মহারাজকে দিয়া দিয়াছেন'।

প্রথম যুদ্ধের সময় সৈনিকগণের ছাউনী যেস্থানে হইয়াছিল এইরূপ একটী বড় জায়গায় ১৯২৩ সালে তিনি জোগাড় করেন এবং সেইস্থানে তাঁহার ভক্ত-মণ্ডলীর সাহায্যে এই স্থানটী মেরামত করিয়া, ছেলে, মেয়ে, পুরুষদের জন্য একটী আশ্রম ও দরিদ্র কুষ্ঠব্যধিগ্রস্থ লোকের আশ্রয়স্থল স্থাপন করেন; নিকটস্থ দরিদ্র লোকের উপকারের জন্য কতগুলি হাঁসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে মেহেরাবাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার এই লোকহিতকর কার্য্যগুলির দ্বারা বিশ্ব-মানব-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে তিনি যে অন্তর শুদ্ধির কার্য্য করিতেছেন এই প্রতিষ্ঠান-গুলি তাহারই কেবলমাত্র বাহ্যিক রূপদান। রকফেলার, ফুলব্রাইট, বা নুফিল্ডের বদান্যতায় যে সকল লক্ষ লক্ষ সাহায্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে তাহা দ্বারা দারিদ্র, নিরক্ষরতা, রোগ পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে—সেই সকলের কোন প্রশমন কোন ভাবেই হইতেছে না। এই সকল সমস্যার বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও ভিন্নদৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমাধান করিতে হইবে। এই "শিশু" মানবসমাজকে শ্রীবাবা ও অন্যান্য অবতারগণকে অন্যদৃষ্টিভঙ্গী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়াই পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাবা যদি মনে করিতেন তাহা হইলে তিনি একটী অতি বৃহৎ আর্য্যজাতির প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু এসব কাজ করার তাঁহার কোন অভিপ্রায় নাই। তিনি নিদ্রাভিভূত মানব জাতিকে এই শিক্ষাই দান করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন যে 'আত্মজাগরণ বা আত্মানুভূতি লাভ'—যাহার দ্বারা বিশ্বের মানুষে মানুষে বিভেদ লোপ পায়' এই কথাই শুনাইতেই তিনি আসিয়াছেন। **সর্ব্বোচ্চ মানব-প্রেম** দ্বারাই এই আত্মানুভূতি লাভ হয়। বাবার উচ্চশ্রেণীর সে গভীর সীমাহীন প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় :—(১) গরীব লোকের পদ প্রক্ষালন এবং (২) তাহাদিগের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও অর্থদান (৩) অন্ধলোককে আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে তিনি যে নিবিড় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—সেটী তাঁহার উপদেশাবলী অনেক মূল্যবান। যতই সন্দিগ্ধ লোকই হউক একবার তাঁহার সামনে মুখোমুখী হইলে তাঁহার অ-প্রার্থিব শক্তিপূর্ণ ব্যক্তিত্যের মধ্য হইতে শান্তি ও প্রেমের প্রভাব এই সকল লোকের উপর বিস্তার লাভ করে। তাঁহাকে উচ্চশক্তিপূর্ণ মৌণী মঙ্গলকারী দেবতা বলিতে পারা যায়। তাঁহার কেবলমাত্র উপস্থিতি অথবা তাঁহার সহিত ক্ষণিক সাক্ষাতের স্মৃতি অথবা তাঁহার ছবি দেখা এই সকল দ্বারা স্ত্রী কিম্বা পুরুষগণের মনের অন্ধকার দূর হয় এবং তাহাদের জীবণের একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া কেবলমাত্র ভারত মহাদেশে নয় পৃথিবী'র সকল দেশেই বিশ বারের অধিক কষ্টস্বীকার করিয়া পর্য্যটন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ১৯৫৫ সালে ও ১৯৫৮ সালে মেহেরাবাদ (ভারতবর্ষ) সহবাস সম্মিলন আহ্বান করেন। অর্থাৎ সম্মিলিত ভক্তগণকে দর্শন দান করেন। এই ভাবে আমেরিকাতেও কয়েকশত ভক্তগণকে একত্রিত করিয়া সম্মেলন ও সহবাস সভা আহ্বান করেন। ১৯২৫ সালে মেহেরবাবা মৌণব্রত অবলম্বন করেন এবং আজও তাহা পালন করিতেছেন। তিনি কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখেনও না অথবা কোন অক্ষর সূচক বোর্ডও ব্যবহার করেন না—এই অক্ষর সূচক বোর্ডের ব্যবহার ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে পরিত্যাগ করেন। বাবার এই মৌণব্রত থাকিলেও তাঁহার অঙ্গভঙ্গী ও আলোচনা ব্যাহত হয় না সেজন্য প্রত্যেকেই ইহা একটী রহস্য মনে করে। সমগ্র পৃথিবী 'একটি পুণ্যকথা' উচ্চারণ দ্বারা তাঁহার এই মৌণভঙ্গর দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

জোয়াষ্টার বংশে জন্ম, সুকী সন্ন্যাসিনীর দ্বারা দীক্ষা ও পরে হিন্দু সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা লাভ ইহার দ্বারা তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে সাধনের পরিচয়। তিনি বিশ্বভাতৃত্ব, কর্ম্মফলবাদ, পূর্ণ অবতারবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের তত্ত্বগুলি পুণঃ পুণঃ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি এই যুগের পঞ্চ অবতারের বিভিন্ন শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্রীয় ভাবধারার মূর্ত্তপ্রতীক এবং প্রায়ই তাহাদের কথা বলিতেন যে তাঁহাদের দ্বারাই তাঁহার অবতারতত্ত্বের বিকাশ। তাঁহার পূর্ণ অবতার-গণের আলোচনার মধ্য হইতেই বিষয় বস্তু লইয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তিনি যে বিশেষ কার্য্য করিতেছেন তাহা এই যে ভগবৎ অনুভূতি লাভের বিভিন্ন স্তরের লোকই (যাহাদিগকে 'মান্ত' বা ভগবৎ প্রেরণা প্রাপ্ত মহাপুরুষ) বলা হয় তাহা দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত লাভবান হইতেছে। কখনও তিনি এই সকল মহাপুরুগগণেকে আনিবার জন্য দূত পাঠান ; কখনও বা এই সকল মহাপুরুষগণকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্যের উদ্দেশ্য হইতেছে যে এই সকল 'মান্ত' বা মহাপুরুষগণকে সাধনার আরও উচ্চস্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সাহার্য্য ও সহযোগিতা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য পরিচালনা করা।

এই সকল কার্য্যের বিশেষ বিবরণ ডাক্তার উয়িলিয়ামডনফিন কর্ত্তৃক রচিত ওয়েফেরারস ও তাহার আনুসাঙ্গিক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমেহের বাবা শ্রীভগবান যে সর্ব্বোচ্চ দান অর্থাৎ ভালবাসা বা প্রেম-ধর্ম্মের একটী সম্পূর্ণ মৌলিক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র প্রেমধর্ম্মের বাণী শুনাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই—তিনি ও তাঁহার ভক্তগণ এই প্রেমধর্ম্মের কিরূপ বাস্তব রূপ দান করিতে হয় তাহা নিজ নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি ইহা বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে যিনি বাবার প্রকৃত ভক্ত হইবেন তিনি এই প্রেম ধর্ম্ম আচরন করিবার চেষ্টা করিবেন। যত গভীর ভাবে এই ভাব হৃদয়ে যত বেশী পোষণ করিবেন ততই তিনি বাবার অন্তরের নিকটতম হইবেন। তিনি বলেন "প্রকৃত প্রেমধর্ম্ম দুর্ব্বল চিত্ত বা বলহীন ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ইহা শক্তি ও প্রকৃত অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত'। তারপর তিনি প্রত্যেককে জীবনের প্রকৃতমর্ম্ম, ধর্ম্ম, যাগযজ্ঞের মূল নিহিত উদ্দেশ্য প্রথমে অনুধাবণ করিতে বলিয়াছেন। এইগুলি অনুভূতি হইবার পর এই সকলের উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি সাধনার যে স্তরে রহিয়াছে সেই স্তর লাভ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীসৈবাবার মহত্ত্বের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "শ্রীসৈবাবা কত বড় ও কত মহৎ ছিলেন তাহা তোমরা কখনও উপলব্ধি করিতে পারিবেনা। তিনি পুর্ণত্বের পূর্ণ বিকাশ বা মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। আমি যেভাবে তাঁহাকে জানি তোমরা যদি সেই ভাবে তাঁহাকে জানিতে পারিতে তাহা হইলে বুঝিতে যে তিনি সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছে যে তিনি মৌনী তিনি যে সকল উপদেশ বা বাণী দান করিতেছেন তাহা সংখ্যাতীত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। তিনি এমন সকল অঙ্গভঙ্গী করেন যেগুলিকে কোন ভক্তবৃন্দ রূপদান করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। মেহেরবাবার উপদেশ বাণী নিম্ন-লিখিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে যেমন গড্ টু ম্যান্, ম্যান্ টু গড্, গড্ পিকস্, লিসেন্ হিউম্যানিটী, লাইফ্ এট্ ইটস্ বেষ্ট, বিমস্ ফ্রম স্পিরিচুয়াল প্যানেরামা ইত্যাদি। তাঁহার উপদেশবাণী, বাণী ও কার্য্যকলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বন্ধে বিবরণ আমেরিকার নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'এ্যাওয়েকানার' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, ইলোরা (অন্ধ্র) হইতে প্রকাশিত তেলেগু মাসিক পত্রিকায়। হামির (ইউ, পি) হইতে প্রকাশিত 'মেহের ফুকর' নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হইতেছে। মেহেরবাবা বর্ত্তমানে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ধোন্দমন্মদ লাইনস্থিত আমেদনগর ষ্টেশন্ হইতে নয় মাইল দূরে পিপনগাঁও নামক একটী গ্রামে একান্তিক মৌণ ও কৌমার জীবণ যাপন করিতেছেন। তিনি কখনও কখনও ভক্তগণের অনুরোধে দর্শন দেন। তিনি অতি সাধারণ খাদ্য—যেমন ডাল ভাত দুধ খাইয়া জীবণ ধারণ করেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর সহিত বাধাহীন মুক্তভাবে মেলামেশা করেন ও তাঁহাদিগকে খুসী করিবার চেষ্টা করেন, যাঁহারা নিকট যান সকলকেই তিনি আলিঙ্গন করেন। তিনি ভক্তগণের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও তাঁহার পাদস্পর্শ করেন না। তাঁহার কর্ম্মসচিব আদি, কে, ইরাণী তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ ও উপদেশ 'লাইফ সারকুলার' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। মেহের বাবা সম্বন্ধে পুস্তকাবলী আমেদনগর (বম্বেপ্রদেশ) কিংস রোডস্থ মেহের পাব্লিকেসন্ অফিসে পাওয়া যায়।

———::O::———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ অবতারগণ

অপরাপর পূর্ণ অবতার মণ্ডলী

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় অর্থনৈতিক জীবণের একটী প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে যে পরিকল্পণা প্রণয়ন। বর্ত্তমান পৃথিবীর ঘটনাস্রোতে আমাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেই হইবে--যদিও এই পরিকল্পনা আমাদের বর্ত্তমান সঞ্চিত জিনিষপত্র ব্যবহারের উপর বা অর্থনৈতিক অনাটনের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহা প্রস্তুত করা হউক তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যখন এই পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইয়া ইহা কার্য্যকরী করার ফলবতী করিবার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয় তখনই পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ এই কার্য্যে অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ঋণ দানের প্রস্তাব লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। কখনও এই পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক, দশবার্ষিক বা বিশবার্ষিক ভাবে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান এমন একটী পরিকল্পনা লইয়া আগ্রহান্বিত যেটী অনন্তকালের দিকে বিস্তৃত এবং এই পরিকল্পনা দ্বারা কেবল অর্থনৈতিক বা জগতের জাতিগণের ইহলৌকিক উন্নতি দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে। এই পরিকল্পনা দ্বারা সর্ব্বভাবে বিশ্বজগতের ইহলৌকিক বা পরলৌকিক সম্পদ দ্বারা উন্নয়ন সম্ভব হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে কোন এক অদৃশ্য শক্তি পৃথিবীতে মানব কল্যাণের পরিকল্পনা তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছে এবং আমাদের সকলেরই মঙ্গল সাধন করিতেছে। পূর্ণ ব্রহ্মের এই কল্যাণ বিধানের পরিকল্পনা মূর্ত্ত করিবার জন্য কালে কালে উচ্চস্তরের শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতেছেন এবং নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের জীবণের উন্নতি সাধনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবীতে যুগে যুগে অগণিত অবতারগণ সর্ব্বদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, যেমন পুরাতন ইজিপ্ট, চালতিয়া, এসিরিয়া, বেবিলন, জডিয়া, গ্রীস ও রোম। এই সকল প্রখ্যাত অবতারগণের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে অরফিয়ান, পিথাগোরাস, তাও, জোরাষ্টার, মহাপ্রভু বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বর্দ্ধমান মহাবীর, গুরু নানক, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীমাধবাচার্য্য এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের শিষ্য সম্প্রদায়। হিন্দুগণ পূর্ণ অবতারগণকে দৈনিক ৩ বার করিয়া প্রণাম করে এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—সর্ব্বত্র প্রণাম করে—কারণ তাহা দ্বারা সর্ব্বত্র অবস্থিত এই পূর্ণ অবতারগণেরই আরাধনা করা হয়। আমাদের বর্ত্তমান যুগে আমরা পূর্ণ অবতারগণকে পাইয়াছি যথা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীপরমহংসদেব, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীশ্রীআনন্দস্বরূপ এবং এই পুণ্য ভারতভূমিতে আরও অনেকানেক অবতারগণ। হিমালয়ের সানুদেশস্থ ঋষি কেশের আনন্দ কুটীরের শ্রীশিবানন্দ সরস্বতী মহারাজকে বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রব্যাপ্ত বহু শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে তিনি এক অনির্ব্বচণীয় মোহিণী শক্তিপূর্ণ তাঁহার শান্তি ও আনন্দ পূর্ণ আঁধাররূপে বিরাজমান। আমরা পঞ্চপূর্ণ অবতার ও অবাতার মেহেরবাবার পূর্ণ বিবরণী প্রকাশ করিলেও কেহ মনে করিবেন না যে অন্যান্য পূর্ণ অবতারগণের অস্তিত্ব বা তাঁহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা অস্বীকার করিতেছি। আমরা কেবল মাত্র শ্রীশ্রীসৈ বাবাকে শীর্ষ স্থানে স্থাপন করিয়া যে সকল পূর্ণ অবতারগণ একটী মণ্ডলী গঠণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার মাত্র চেষ্টা আমরা করিয়াছি। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা এই পূর্ণ অবতারমণ্ডলীর কোন একটী অবতারের বা অবতারগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই এবং অন্য কোন পূর্ণ অবতারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তৎ জন্য তাঁহাদের পূজ্য এই অবতারেরই চরণে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবণ যাপণ করেন সেই ভাবেই তাঁহারা জীবণের ব্রত গ্রহণ করেন। এই কথা সকলেরই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আমাদের জন্মের বহুপূর্ব্বে পূর্ণ অবতার গণের আমাদের মধ্যে আবির্ভাবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—এবং ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁহারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং হয় আমাদের তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান চেষ্টার প্রভাবে অথবা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় তাঁহারা আমাদের ভার গ্রহণ করেন। আমরা প্রত্যেকেই সেই এক পরম ব্রহ্ম জ্যোঃতিরই এক একটি কনা স্বরূপ এবং সেই পরম জ্যোঃতিরই কোটী কোটী কিরণের অংশ স্বরূপ আমাদের ভাগ্যমত কার্য্য করিয়া যাই এবং শ্রীভগবাণের করুণায় আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিয়া দৈবের নির্দ্ধারিত আমাদের জীবণের পরিকল্পিত কার্য্য পূর্ণ করি। এটী শুধু কোন মতে অভিপ্রেত নয় ইহা একান্ত প্রয়োজণীয় যে আমরা সর্ব্বদাই আত্মসংযম করিব এবং সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামী পরিত্যাগ করি কারণ এই গোঁড়ামীর দ্বারা আমাদের পূজ্য পূর্ণ অবতার হইতে অন্য কোন পৃথক অবতারকে অনেক সময় আমরা নিন্দা বা সমালোচনা করি। এইরূপ কার্য্য খুবই অন্যায়।

এইরূপ বহু পূর্ণ অবতার আছেন। কাহারও কাহারও মতে এখন অনেক অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন এবং কাহারও কাহারও মতে আমাদের মধ্যেও অনেক কর্ম্মফল বিবর্ত্তণের দ্বারা এই সকল অবতারগণের অনুচর বা শিষ্যরূপে তাঁহাদের লোকহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতে পারি।

আমরা আমাদের এই প্রবন্ধগুলি শেষ করিতেছি এবং আমাদের পাঠকগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের এই আশা যে আমাদের পাঠকবৃন্দ তাঁহাদের মনোণীত স্বীয় পূর্ণ অবতারের পরিচালনায় তাঁহাদের জীবণের উন্নতি লাভ করুন।

———)O(———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীসৈ-সমাজ

১২০বি, রাসবিহারী এভিনিউ,

কলিকাতা—২৯

প্রত্যহ অর্চ্চণা

প্রতি বৃহস্পতিবার

—ভজন গান—

প্রতি রবিবার

—আরতি—

দরিদ্র নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দি মডার্ণ প্রেস

১৪সি, তারা রোড

কলিকাতা—২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi